দামুড়হুদায় ইজিবাইকের ধাক্কায় শিশু লামিয়া নিহত

দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে ইজিবাইকের ধাক্কা লামিয়া খাতুন(৭) নামের এক কন্যা শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

আজ শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে নাপিত খালি পশ্চিম পাড়ায় এ দূর্ঘটনা ঘটে।

নিহত লামিয়া উপজেলার নাপিত খালি গ্রামের পশ্চিম পাড়ার রাজমিস্ত্রী নাজমুল হোসেনের কন্যা। সে বদনপুর মহিলা মাদ্রাসার ২য় শ্রেণির ছাত্রী ছিল।

সরজমিনে গিয়ে জানাগেছে নিহত লামিয়া রাস্তার পাশে খেলা করছিল, এসময় দামুড়হুদা বদনপুর নাপিত খালি সড়কে একটি ইজিবাইক কার্পাসডাঙ্গার দিকে যাচ্ছিল, হঠাৎ দৌড়ে রাস্তা পার হওয়ার সময় ইজিবাইকের সাথে সজরে ধাক্কা লাগে। ঘটনা স্থলেই লামিয়া় মৃত্যু হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনা স্থানে পৌঁছায় দামুড়হুদা মডেল থানা পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার এস আই মশিউর রহমান বলেন, উভয় পক্ষের কারো কোন অভিযোগ না থাকায় লাশ নিহতের পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

যাত্রী সেজে কোটচাঁদপুর থেকে ইজিবাইক চুরি

যাত্রী সেজে ইজিবাইক চুরি করল চোর চক্রের সদস্যরা। রবিবার দুপুরে কোটচাঁদপুরের ব্রীজঘাট মোড় এ ঘটনা ঘটেছে। ভুক্তভোগী সোহেল রানা জানান, জীবননগর থেকে দুই জন যাত্রী ইজিবাইক ভাড়া করে কোটচাঁদপুর নিয়ে আসে।

এরপর স্থানীয় ব্রীজঘাট নামকস্থানে এসে ওই যাত্রীদের একজন বস্তা কিনতে আমাকে সঙ্গে করে পাশের দোকানে নিয়ে যান। এর কিছুক্ষন পর আমি ইজিবাইকের কাছে এসে দেখি ইজিবাইক নাই। আর যাত্রী দুই জনও নাই।

এরপর আশেপাশে অনেক খোঁজা খুজি করেও কোন লাভ হয়নি। পরে বুঝতে পারলাম ইজিবাইকটি চুরি হয়ে গেছে। ওই সময় আমি কোটচাঁদপুর থানায় এসে বিষয়টি জানায়। তারা আমাকে আরো একটু খোঁজ খুজি করতে বলেন।

এ সময় আমি ঘটনাস্থলের একটি দোকানের সিসিটিভিতে ইজিবাইক চুরির দৃশ্য দেখতে পায় তবে কাউকে চিনতে পারিনি। তিনি বলেন, আমার দুটি গরু ছিল, আর কিছু টাকা কিস্তি তুলে এ ইজিবাইকটি কিনি।

এখনও কিস্তির টাকাও পরিশোধ করতে পারিনি। এ ঘটনায় কোটচাঁদপুর থানায় অভিযোগ করবেন বলে তিনি বলেন। সোহেল রানা মহেশপুর উপজেলার তৈলকুপ গ্রামের কোরবান আলীর ছেলে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার ডিউটিরত উপপরিদর্শক আব্দুল মতিন জানান, অভিযোগ করেনি। তবে মৌখিক ভাবে বলেছে। এখনও বাইরে খোঁজাখুজি করছেন।

কুষ্টিয়ায় ইজিবাইক চালককে হত্যার অভিযোগে একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন

কুষ্টিয়ায় ভাড়াকৃত ইজিবাইক চুরি করতে ব্যর্থ হওয়ায় মাসুদ রানাকে জবাই করে হত্যার অভিযোগে রাকিবুল ইসলাম রাকিবকে মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত ফাঁসির আদেশ ও শামীম, তন্ময় ও শিপলু নামের তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদন্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত।

একইসঙ্গে তাদের প্রত্যেকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের সশ্রম কারাদন্ডের আদেশ দেন আদালত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে কুষ্টিয়ার অতিরিক্ত দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মোঃ তাজুল ইসলাম আসামীদের উপস্থিতিতে এই রায় ঘোষনা করেন। রায় ঘোষনা শেষে কঠোর পাহাড়ায় তাদেরকে জেলা কারাগারে প্রেরণের আদেশ দেন।

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া জেলার উদিবাড়ী কলোনীপাড়ার রবিউল ইসলামের ছেলে রাকিবুল ইসলাম রাকিব। সাজাপ্রাপ্ত আসামী হলেন কুষ্টিয়া শহরের টালিপাড়া এলাকার ইউনুস আলীর ছেলে শামীম, উদিবাড়ী এলাকার মিজানুর রহমান মিলনের ছেলে তন্ময়, একই এলাকার কুটি মিয়ার ছেলে শিপলু।

মামলা সূত্রে জানা যায় ২০১৪ সালের ১০ জুলাইয়ে রাত ৮.৩০ মিনিটের সময় মজমপুর হতে ত্রিমোহনী যাওয়ার উদ্দেশ্যে সাজা প্রাপ্ত আসামীরা মাসুদ রানার ব্লু কালারের অটো বাইকটি ভাড়া করেন। ভাড়া করার পর বাড়াদী গ্রামস্থ ভাগারের মাঠে নিয়ে যায় এবং সাজাপ্রাপ্ত আসামীরা পরিকল্পিতভাবে ইজিবাইকটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করলে ইজিবাইক চালক মাসুদ রানা বাঁধা দিলে তার গলায় রশি দিয়ে পেচিয়ে ধরে ধারালো চাকু দিয়ে মাসুদ রানাকে জবাই করে আসামীরা।

তার মারা যাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে আসামীরা মাসুদের ইজিবাইকটি নিয়ে পালিয়ে যায়। এ বিষয়ে কুষ্টিয়া মডেল থানায় নিহতের চাচা ইয়ার আলী বাদী হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের নামে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।

মামলার তদন্ত শেষে ২০১৫ সালের ৩০ নভেম্বরের আসামীদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তদন্তকারী কর্মকর্তা।

সাক্ষ্য-প্রমাণ শেষে হত্যা মামলা আইনের অধীনে অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় আজ একজনের ফাঁসি ও তিনজনের যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]